প্রথম আলো

তারিখ 25 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

'ছাত্র ভর্তি ও কেন্দ্র চলে কমিশনে

উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা ২

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকার বাইরে শাখা বা কেন্দ্র চালু করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর জোরেশোরে 'শিক্ষার্থী ধরা' বাণিজ্য শুরু করেছে। স্থানীয় কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আয় ভাগাভাগি চুক্তির মাধ্যমে মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা কেন্দ্র খুলে ছাত্র জোগাড় করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে মোট আয়ের ২০ থেকে ৫০ শতাংশ তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিচ্ছে। আর শাখা বা কেন্দ্র ছাত্র জোগাড় করছে কমিশনের বিনিময়ে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শাখাগুলো এ কাজে আগে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ব্যবহার করে এবং একজন ছাত্র আনতে পারলে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা কমিশন দেয়। এ ছাড়া একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বা তথ্যকেন্দ্র নামে স্থানীয়

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

রাজশাহীতে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির আরআরসি পরিচালিত হয়ে আসছে আয় ভাগাভাগি চুক্তির মাধ্যমে —ছবি: আজাহার উদ্দিন

ছাত্র ভর্তি ও কেন্দ্র চলে কমিশনে

ম পৃষ্ঠার পর

...নিধি নিয়োগ করেছে শিক্ষার্থী জোগাড় করে ...ায় পাঠাতে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ভর্তি বা ...্যকেন্দ্রের উদ্যোক্তা কমিশন পান।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই টাকা আদান-...নকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ...ীয় শাখা বা কেন্দ্রের সঙ্গে মূল কর্তৃপক্ষের ...রোধ সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে তারা ওই ...ন্দ্রে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সনদ আটকে ...খছে। অবৈধ এই বাণিজ্যের গ্যাড়াকলে ...ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

সরেজমিন: পরিচয় গোপন করে ...শাহীতে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ...জন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুর মাধ্যমে কথা ...লে তিনি জানান, তাঁর মাধ্যমে ওই ...বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে নির্ধারিত টিউশন ফি ...ক ১৫-২০ হাজার টাকা ছাড় পাওয়া যাবে। ...র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ...ন হাজার টাকা দেয়। ছাত্রটির বন্ধু সোহরাব ...সেন খোকন আগেই জানিয়েছিলেন, 'বীমার ...লের মতো রাজশাহীতে ছাত্র ভর্তি করাতে ...রলে কমিশন পাওয়া যায়।'

জানতে চাইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ...্যাপক সৈয়দ জাবিদ হোসাইন বলেন, ...জশাহীতে বেসরকারি পর্যায়ে ভর্তি নিয়ে নানা ...ম অভিযোগ ও গুঞ্জন শুনি। তবে এটা সত্য, ...র্তির জন্য যে টাকা ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লেখ ...ক, তা থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে ২০-... হাজার টাকা কমে ভর্তি হওয়া যায়।'

তথ্যকেন্দ্রের আড়ালে ভর্তিবাণিজ্য: খুলনা ...রের বিভিন্ন স্থানে চোখে পড়ে অতীশ দীপঙ্কর ...বিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্যসংবলিত ব্যানার। ...ীয় ওই শাখা কয়েক শ শিক্ষার্থী ভর্তিও ...রছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, ...য়টি তারা জানত না। ওই তথ্যকেন্দ্রকে শুধু ... জোগাড় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য ড. আনোয়ারা ...মের পক্ষে সহকারী রেজিস্ট্রার মো. সোহেল ... বেরুনী জানান, ২০০৮ সালের ৯ মার্চ ...নায় ড. রেজাউল আলমকে তথ্যকেন্দ্র ...নার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর কাজ ছিল ... জোগাড় করে ঢাকায় পাঠানো। কিন্তু তিনি ...নো রকম অনুমতি ছাড়াই খুলনায় ছাত্র ভর্তি ... ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন। ...কারী রেজিস্ট্রার দাবি করেন, এর জন্য ...কেন্দ্রটি বাতিল করা হয়েছে। এর পরও ...বিদ্যালয়ের নাম ভাঙিয়ে ছাত্র ভর্তি ও ক্লাস ...হত রাখায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ...ার পুলিশ ও জেলা প্রশাসনকে ২০ আগস্ট ... দেওয়া হয়েছে।

গত ৩১ আগস্ট খুলনা শহরে গিয়ে অতীশ ...কর ইউনিভার্সিটির ওই শাখার খোঁজ পাওয়া ...নি। শিক্ষার্থীদের নিয়ে তারা একেক সময় ...রর একেক জায়গায় শিক্ষা কার্যক্রম ...চ্ছে বলে একাধিক সূত্র জানায়।

তবে খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গা আবাসিক ...কায় গিয়ে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের ... একটি তথ্যকেন্দ্র পাওয়া যায়। ওই ...দ্রর প্রধান ওবায়দুল্লাহ রিপন জানান, 'এক ... ধরে এখানে ছাত্র ভর্তি করা হয় না। ...দের কাগজপত্র ঠিকঠাক করে দেওয়া এবং ...বদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই তাঁদের ...।' তবে এ জন্য পাওয়া ছাত্রপ্রতি কমিশনের পরিমাণ তিনি বলতে রাজি হননি।

জানা যায়, বরিশাল, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জ, যশোর, রংপুরসহ কয়েকটি জেলায় অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যকেন্দ্র খোলে। কেন্দ্রগুলো সাইনবোর্ড, ব্যানারে আচার্য হিসেবে বর্তমান রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এবং উপাচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী ড. আনোয়ারা বেগমের নাম ও ছবি ব্যবহার করছে।

গত ৩১ আগস্ট অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিশাল তথ্যকেন্দ্রে যেতেই এই প্রতিবেদক ভর্তি হতে চান কি না—এমন প্রশ্নের মুখে পড়েন। পরিচয় দেওয়ার পর জানা যায়, শাখাটি শুধু ছাত্র জোগাড় করে এবং স্থানীয়ভাবে আইন ও বিবিএ ডিগ্রি দেয়।

জানা যায়, বরিশাল শহরে পাঁচতলা একটি ভাড়া বাড়িতে আইন ও বিবিএ কোর্স চালু করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। ওই ভবনের মালিক অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়েরই সহউপাচার্য ড. এম আবুল হোসাইন শিকদার। জানা যায়, দুই বছরের আইন কোর্সে সেখানে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। বিবিএ ভর্তির আয়োজন চলছে, তবে এখনো শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি বলে জানান ওই শাখার সমন্বয়কারী মো. আনোয়ার হোসাইন। তবে তিনি দাবি করেন, বরিশাল অঞ্চল থেকে ছাত্র জোগাড় করে ঢাকায় পাঠানো তাঁদের মূল কাজ। এ জন্য তাঁরা ছাত্রপ্রতি কমিশন পান।

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়টির জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শাখা বা তথ্যকেন্দ্র এখন আর নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ শিক্ষার্থী পাঠালে তা নেওয়া হবে।

আয় ভাগাভাগির চুক্তি: সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ১১টি আঞ্চলিক রিসোর্স কেন্দ্র বা আরআরসি খুলেছে, এর হিসাব বেশ পরিষ্কার। যে টাকা আয় হবে, তার অর্ধেক পাবে স্থানীয় প্রতিনিধি, বাকি অর্ধেক সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রাজশাহী কেন্দ্র থেকে মোট আয়ের ৫০ ভাগ সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। এর বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস, ফরম, পরীক্ষা নেওয়া, খাতা দেখা, ফল প্রকাশ ও সনদ দেয়। এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রের প্রধান মনিরুজ্জামান মোট আয়ের পরিমাণ না বললেও এটুকু জানান, উপার্জনের অর্ধেক দিয়ে স্থানীয় শাখা পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আরআরসিগুলো খুলনা, যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাজশাহীতে অবস্থিত। এসব কেন্দ্র থেকে দূরশিক্ষণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। তবে গত কয়েক মাস এসব কেন্দ্রে ছাত্র ভর্তি বন্ধ আছে।

খুলনায় সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আরআরসিতে ৯৪ হাজার টাকায় এমবিএ এবং ২৭ হাজার টাকায় ইসলামি শিক্ষায় সনদ দেওয়া হয়। ওই কেন্দ্রের সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট মুন্সী মোস্তাফিজুর রহমান জানান, এখানে যা আয় হয় তার একটি অংশ মূল ক্যাম্পাসকে দিতে হয়।

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শমসের আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, দূরশিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু সততা, নৈতিকতা ও লেখাপড়ার মান সর্বত্র নিশ্চিত করা যায়নি। এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, ঢাকার বাইরে আরআরসিগুলোর নিয়ন্ত্রণভার স্থানীয় পর্যায়ে ছেড়ে দেওয়া ভুল ছিল। এখন প্রযুক্তিনির্ভর যে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি চালুর চেষ্টা চলছে, সেখানে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং মানের সঙ্গে আপস করা হবে না।

ইউজিসির একজন কর্মকর্তা জানান, 'ড. শমসের আলী তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর দূরশিক্ষণ চালুর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু চুন খেয়ে আমাদের গাল পুড়েছে, এখন দই দেখলেও ভয় পাচ্ছি।'

এ প্রসঙ্গে ড. শমসের আলী বলেন, 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে, এটা সরকারের বোঝা উচিত।

কাঁচা টাকা ও দুর্ভোগ: ২০০৬ সালের শেষ ভাগ থেকে বরিশালে দূরশিক্ষণে স্নাতক সম্মান, স্নাতকোত্তর ও বিএড ডিগ্রি দিচ্ছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি। এ পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করে ওই শাখার আয় হয়েছে কমপক্ষে ৪৫ লাখ টাকা।

গত ৩১ আগস্ট সরেজমিন পরিদর্শনকালে কয়েকজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করেন, এক বছর আগে পাস করলেও তাঁদের সনদ দেওয়া হচ্ছে না। জানতে চাইলে শাখা সমন্বয়ক মো. ইউসুফ আলী অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, শিক্ষার্থীদের সনদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

কিন্তু ঢাকা ক্যাম্পাস সূত্র বলছে, আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব না দিলে শাখার সনদ দেওয়া হবে না। শাখা বলছে, প্রত্যেক ছাত্রের ভর্তির কাগজপত্রের সঙ্গে ফি-এর টাকা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. আব্দুস সামাদ *প্রথম আলোর* কাছে এসব ঝামেলার কথা স্বীকার করে দাবি করেন, লেখাপড়ার মান রক্ষা করেই বিশ্ববিদ্যালয় সনদ দেয় এবং শাখার অনিয়মের কারণে শিক্ষার্থীর সনদ আটকে রাখা হয় না।

শান্ত-মারিয়াম ক্রিয়েটিভ ইউনিভার্সিটির রাজশাহী শাখায় একই ছাত্রকে দুবার টাকা দিতে হয়েছে। এর কারণ সাবেক শাখাপ্রধান নূরউদ্দিন পান্না শিক্ষার্থীদের ২৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। এ অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে রাজশাহীর রাজপাড়া থানায় মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমান *প্রথম আলোকে* জানান, বিষয়টি স্থানীয় দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী নাসরিন চৌধুরী, আফসানা বেগম, খন্দকার আব্দুল লতিফসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* জানান, কর্তৃপক্ষ বলছে, ভুয়া রসিদে নূরউদ্দিন পান্না টাকা জমা নিয়েছিলেন। তাই তারা সনদ দেবে না। সনদ পেতে নতুন করে টাকা দিতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের।

বর্তমান শাখাপ্রধান এ কে এম সিরাজুল ইসলাম এ ব্যাপারে বলেন, এই শাখায় কিছুটা ঝামেলা হয়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠা গেছে।

প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন: মিলন রহমান, *বগুড়া;* তৌফিক মারুফ, *বরিশাল;* আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, *রাজশাহী;* সামছুজ্জামান শাহীন, *খুলনা* ও কদরাত-ই-খুদা রাব, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*